সীমান্তে উত্তেজনার মধ্যেই সেনাবাহিনীকে ‘যুদ্ধের প্রস্তুতি’ নিতে বললেন চীনের প্রেসিডেন্ট

‘যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে’, চীনের সেনাবাহিনীকে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। একদিকে যখন মহামারি গ্রাস করছে গোটা পৃথিবীকে, তার মধ্যেই এমনটা বললেন তিনি।

চীনা সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার চীনের প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন যাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা হয়। দেশকে সুরক্ষা দিতে সবরকমভাবে প্রস্তুত থাকতেও বলেন তিনি।

একদিকে ভরতের সঙ্গে সীমান্তে সংঘাত চলছে। অন্তত ১০০ তাঁবু বানিয়ে লাদাখের কাছে ঘাঁটি গেড়েছে চীনের সেনা। অন্যদিকে, ভাইরাস নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বাকযুদ্ধ তুঙ্গে। এছাড়া হংকংয়ে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধের বার্তা দিলেন চীনা প্রেসিডেন্ট।
চীনের কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে চীনের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার শিপইয়ার্ড ছেড়ে বের হচ্ছে। যদিও ওই ছবি বা ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করা হয়নি, তবে ওই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পরই শি জিনপিং এমন বার্তা দেয়ার চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

এদিকে, চীন সীমান্তে পরিস্থিতি থমথমে। মঙ্গলবার এই বিষয়ে নয়া দিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। এছাড়াও ছিলেন সংশ্লিষ্ট দফতরের শীর্ষ কর্মকর্তারা। ছিলেন তিন সেনার প্রধানরা। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতও অংশ নেন বৈঠকে। আরও একটি পৃথক বৈঠকে বিদেশ সচিবের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গত ৫ মে থেকেই লাদাখে ভারত-চীন সীমান্তে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর

ভারত ও চীন সেনার সংঘর্ষ হয়৷এরপর ৯ মে সিকিমের নাকু লা-য় মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়ায় ভারত ও চীন সেনা৷সূত্র: কলকাতা২৪, নিউজ এইট্টিন

চীনে নতুন করে ৩৬ জন করোনা আক্রান্ত, আবার আতঙ্ক উহানে

করোনাভাইরাস নিয়ে রেহাই নেই চীনের। নতুন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কথা জানা যাচ্ছে। ৩৬ জন নতুন করে আক্রান্ত।

তবে এমন তথ্য সামনে এসেছে, যে ৩৬ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে ২৯ জন উপসর্গবিহীনভাবেই সংক্রমিত। নতুন সংক্রমণের বেশিরভাগই উহান প্রদেশ থেকে যেখানে ৬.৫ মিলিয়ন মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, ৭টি নতুন আমদানি করা ঘটনা সামনে এসেছে। এদের মধ্যে পাঁচটি ইনার মঙ্গোলিয়া অটোনমাস রিজিয়ন এবং সাংহাইতে একটি এবং ফুজিয়ানে একটি ঘটনা সামনে এসেছে।
সোমবার করোনা আক্রান্ত হয়ে কোনও মৃত্যু হয়নি। তখনই জানানো হয়েছে, দেশে মোট ৪০৩টি উপসর্গবিহীন ঘটনা এবং ২৮টি ওভারসিজ ঘটনাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

উহান শহরে ২৬টি নতুন উপসর্গবিহীন ঘটনার কথা সামনে এনেছে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমিশন। এমন ঘটনার প্রায় ৩৩৪ জন মেডিকেল পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

নভেল করোনাভাইরাসের শনাক্তকরণে মে মাসের ১৪ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ অবধি ১১.২ মিনিয়ন জনসংখ্যার শহরে ৬.৫ মিলিয়নের বেশি মানুষের নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষা করা হয়েছে, এমন তথ্যই দিয়েছে চীন কর্তৃপক্ষ।

মে মাসের ১৪ তারিখ উহান প্রদেশে প্রচার শুরু হয় যাতে নিউক্লিক

অ্যাসিড পরীক্ষা করে উপসর্গবিহীন এই ঘটনাগুলোর কিনারা করা সম্ভব হয়।

সোমবারের তথ্য অনুযায়ী, ৮২,৯৯২ করোনা আক্রান্তের বিষয় এখনও অবধি জানা গিয়েছে মেন ল্যান্ডে পাশাপাশি, ৪,৬৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

উল্লেখ্য, উহানের ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে এই ধরনের মারণ ভাইরাস নিয়ে গবেষণা হয়। সেই গবেষণাগার থেকে লিক হয়ে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে, ইতিমধ্যেই এমন অভিযোগ তুলেছে আমেরিকাসহ একাধিক দেশ।

এই অবস্থায় চীন অবশ্য বারবার ব্যাখ্যা দিয়েছে যে গবেষণাগার থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েনি। এবার ওই ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর সামনে আনলেন নতুন ব্যাখ্যা। জানালেন সত্যিই ওই ল্যাবরেটরিতে ছিল বাদুড় থেকে পাওয়া তিনটি জীবন্ত করোনাভাইরাস। কিন্তু সে গুলির সঙ্গে COVID-19 কোনও সম্পর্ক নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি।

ঠিক এক মাস পর আবারও ফিরে এল সেই অভিশাপ। ৩৭ পর নতুন করে উহান শহরে করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। আক্রান্ত এক ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটজনক। তার স্ত্রী’ও করোনা আক্রান্ত, তবে তার কোনও উপসর্গ নেই।

গত ৩ এপ্রিল শেষবার করোনা আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল উহানে। এরপর থেকে একরকম করোনা মুক্ত হয়ে গিয়েচিল উহান। কিন্তু এবার ফের আক্রান্তের সন্ধান পাওয়ায় আতঙ্ক বাড়ল। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনার মাঝেই ভয়াবহ বন্যার কবলে আসাম, ১২৭ গ্রাম প্লাবিত

করোনাভাইরাস সংকটের মধ্যে ভারতের আসাম রাজ্যের ১২৭টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে রাজ্যের ৩০ হাজারের বেশি মানুষ বন্যার কবলে

পড়েছে। আসাম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে এনডিটিভি।

ভারতীয় এই সংবাদমাধ্যটি জানায়, ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ধাক্কায় শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণে রাজ্যের পাঁচ জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভয়াবহ বন্যায় লখিমপুর, ধেমাজি, ডিব্রুগড়, ডারাং ও গোয়ালপাড়ায় ৩০ হাজারের বেশি মানুষ বিধ্বস্ত। ১২৭টি গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। তলিয়ে গেছে ৫৭৯ হেক্টর ফসলি জমি। বন্যায় সবচেয়ে করুণ অবস্থা গোয়ালপাড়ার। সেখানে ৮৯টি গ্রামের প্রায় ২৩ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন।

জেলায় ৩৩টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে ৮ হাজার মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবার জানিয়েছেন, করোনা সংকটের মধ্যে এই ভয়াবহ বন্যার কবলের সময় বাইরে আটকা ব্যক্তিদের উচিত ১০ জুনের মধ্যে রাজ্যে ফিরে আসা। তাহলে রাজ্য বন্যা মোকাবেলায় ফোকাস করতে পারবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

লকডাউন শিথিল করতে যাচ্ছে সৌদি

সৌদি আরবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, সামনের বৃহস্পতিবার থেকে দেশজুড়ে লকডাউনের কড়াকড়ি শিথিল হতে যাচ্ছে। গতকাল সোমবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. তৌফিক আল রাবিয়াহ বলেছেন, আক্রান্তের শুরুতেই রোগী চিহ্নিত করার জন্য অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে পরীক্ষা করা হবে এবং গুরুতর রোগীদের জন্য উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি আরো বলেন, আমরা করোনাভাইরাসে সংক্রমণ ও মৃত্যুর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি। যখনই গুরুতর কোনো পরিস্থিতি আন্দাজ করছি, সে অনুসারে যথাযথ সিদ্ধান্ত আমরা নিচ্ছি।

তবে তিনি মনে করেন, লকডাউন শিথিল হওয়ার পরেও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

নির্দেশনা সবাইকে মেনে চলতে হবে। শুরু থেকেই সৌদি আরবে নেওয়া সিদ্ধান্ত আমাদের মহামারি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করেছে।

জানা গেছে, এখন পর্যন্ত সে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ৭৪ হাজার সাতশ ৯৫ জন এবং মারা গেছে তিনশ ৯৯ জন।

সূত্র : আরব নিউজ

ভারতে বেতন না পেয়ে পরিবারসহ কুয়োয় ঝাঁপ, ৯ লাশ উদ্ধার

ভারতের তেলেঙ্গানায় কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে একই পরিবারের ছয়জনসহ ৯ জন আত্মহত্যা করেছেন।

গত বৃহস্পতিবারই হায়দরাবাদের উপকণ্ঠে গোরেকুন্টা গ্রামের একটি কুয়োটি থেকে চারজনের লাশ উদ্ধার হয়। পরদিন শুক্রবার মেলে আরও পাঁচ জনের মরদেহ।

পুলিশের ধারণা, লকডাউনে বেতন না পেয়ে অভাবের তাড়নায় তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, লকডাউনে দুমাস বেতন না-পাওয়া শ্রমিক ও তাদের পরিবার মিলিয়ে ৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে তেলঙ্গানার গ্রামে এক কুয়ো থেকে।

নিহতদেরমধ্যে ৬ জন পশ্চিমবঙ্গের এবং একই পরিবারের। দুজন বিহারের ও একজন ত্রিপুরার।

পুলিশের ধারণা, এটা গণআত্মহত্যা। শ্রমিকরা ঘরে ফিরতে পারছিলেন না। দুমাস ধরে জুটমিল ও অন্য কারখানা থেকে বেতন পাননি তারা।

পুলিশ জানায়, মৃত শ্রমিকদের কারো শরীরে আঘাতের চিহ্নও নেই। ফলে হত্যার ঘটনা হওয়ার সম্ভবনা কম বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘরে ফিরতে না-পারা, আশ্রয় হারানো এবং চরম আর্থিক সঙ্কট নিয়ে

সবারই অবস্থা ছিল কোণঠাসা।

খবরে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের মকসুদ আলম ২০ বছর আগে গোরেকন্টার এক জুট মিলে কাজ পান। কারখানা লাগোয়ো দুটি ঘরে সপরিবার থাকতেন তিনি। লকডাউনে বেতন বন্ধ হয়। হারান আশ্রয়ও।

স্থানীয় এক দোকানদার নিজের গুদামে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের। তারই কাছে এই কুয়োটি থেকে মিলেছে মকসুদ, তার স্ত্রী নিশা, দুই ছেলে সোহেল ও শাবাদ, মেয়ে বুশরা খাতুন এবং তিন বছরের নাতি শাকিলের লাশ।

ত্রিপুরার বাসিন্দা শাকিল আহমেদ জুট মিলের গাড়ি চালাতেন। এ ছাড়া বিহারের শ্রীরাম ও শ্যাম অন্য একটি কারখানায় কাজ করতেন।

তবে তারা সবাই একই কুয়োয় কীভাবে মারা গেলেন পুলিশ তা তদন্ত করছে। সূত্র-যুগান্তর

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে ঈদ রবিবার

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি আজ। আজ শুক্রবার ছিল মধ্যপ্রাচ্যে ২৯তম রোজা। তাই আগামীকাল এসব দেশে ৩০তম রোজা পালিত হবে। অর্থাৎ আগামী রবিবার সেখানে উদযাপিত হবে ঈদুল ফিতর।

বিস্তারিত আসছে… সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

আম্পানের তাণ্ডবে তছনছ কলকাতা ও দুই চব্বিশ পরগনা

ঝড়ের গতি অন্তত ১৩০ কিলোমিটার, বৃষ্টির প্রাবল্য এবং সমুদ্র ও নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রলয় ঘটে গেল পশ্চিমবঙ্গের দুই চব্বিশ পরগনাসহ কলকাতায়। বুধবার সন্ধ্যা থেকে ঘণ্টা চারেকের যে দুর্যোগ সুন্দরবন পেরিয়ে মেদিনীপুর ছুঁয়ে কলকাতা হয়ে দুই চব্বিশ পরগনাকে তছনছ করে বাংলাদেশের খুলনার দিকে চলে যায়, করোনা–আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গে তা কী পরিমাণ ক্ষতের সৃষ্টি করেছে বৃহস্পতিবারেও সেই আন্দাজ সম্পূর্ণ নয়। বুধবার রাত পর্যন্ত ১০-১২ জনের প্রাণহানির খবর সরকারের কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু সম্পত্তি, গবাদিপশু ও খেতের ফসলের ক্ষতির পরিমাণের পূর্ণাঙ্গ হিসাব রাজ্য সরকারের কাছে এখনো এসে পৌঁছায়নি।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মহাপরিচালক এস এন প্রধান জানিয়েছেন, কয়েক দিন ধরে বাহিনীর ৪১টি দল পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশায় কাজ করছে। আম্পানের তাণ্ডব শুরুর আগেই তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫ লাখ মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেছে।

ঠিক ১১ বছর আগে বঙ্গীয় উপকূলে বিধ্বংসী আইলার ঝড়ের গতি ছিল ১২০ কিলোমিটার। কলকাতায় তা কমে হয়েছিল ১১০ কিলোমিটার। বুধবার আম্পান সেই রেকর্ড ম্লান করে দেয়। রাজ্যে স্থান অনুযায়ী ঝড়ের গতি ছিল কোথাও ১৩৩, কোথাও ১১৪ কিলোমিটার। সঙ্গে বৃষ্টির দমকা। উপকূলবর্তী এলাকায় এর সঙ্গে যুক্ত হয় জলোচ্ছ্বাস। এই ত্র৵হস্পর্শে রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় কোথাও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, কোথাও দেয়াল চাপা পড়ে কোথাওবা গাছ ভেঙে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। উড়ে যাওয়া টিনের আঘাতেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কলকাতায় তাণ্ডবলীলা চালিয়ে ঝড়টি নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশের দিকে চলে যায়।

আম্পানের প্রশাসনিক মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার নবান্নে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেখানেই খোলা হয়েছিল ‘ওয়ার রুম’। তাণ্ডব কিছুটা স্তিমিত হলে দৃশ্যত অসহায় মুখ্যমন্ত্রী বুধবার রাতেই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে দেশবাসীর সাহায্য চান। কেন্দ্রের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক

দৃষ্টিতে নয়, মানবিক হয়ে এই তাণ্ডবকে দেখুন। বাংলাকে ঘুরে দাঁড়াতে সবার সহযোগিতা চাই।’ তিনি বলেন, সব ক্ষতি বাংলাতেই। করোনার দরুন অর্থনীতি এমনিতেই স্তব্ধ। তার ওপর প্রকৃতির এই রোষ। রাজ্য পুনর্গঠনে অনেক টাকা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী রাতেই বলেন, ‘এমন সাইক্লোন আগে কখনো দেখিনি। এখনো পর্যন্ত যা খবর এসেছে তাতে দুই চব্বিশ পরগনা, কিছুটা পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। বহু এলাকা বিদ্যুৎহীন। পানীয় জলের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন। গাছ পড়ে রাস্তা আটকে গেছে। মাটির ঘর ভেঙে গেছে। ঘরের চাল উড়ে গেছে। ভেঙে গেছে বাঁধ। ফসলের ক্ষতি কতটা, কোনো আন্দাজ এখনো নেই। বৃহস্পতিবার টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝার চেষ্টা হবে।’

বুধবার দুপুর থেকেই কলকাতায় সন্ধ্যা ঘনিয়েছিল। দক্ষিণ থেকে উড়ে আসা কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল কলকাতার আকাশ। সঙ্গে মাঝারি হাওয়া ও বৃষ্টি। বিকেল থেকে ঝড়ের বেগ বাড়তে শুরু করলে সন্ধ্যার আগেই নিষ্প্রদীপ হয়ে যায় এলাকার পর এলাকা। প্রবল ঝড়ে উপড়ে যায় শহরের প্রায় ৩০০ বড় গাছ। উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটি। ট্রাফিক সিগন্যাল। ভেঙে যায় পুরোনো বাড়ি। উড়ে যায় বিজ্ঞাপনের বড় বড় হোর্ডিং। কলকাতা বিমানবন্দরও প্লাবিত হয়ে যায়। পৌর প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম রাতে বলেন, অন্তত ৩০০ গাছ ও কিছু বাতিস্তম্ভ উপড়ে পড়েছে। ৭টির মতো জীর্ণ বাড়ি ভেঙে গেছে। আলীপুর আবহাওয়া অফিস জানায়, মে মাসে ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের নিরিখে বুধবার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। মোট বৃষ্টির পরিমাণ ২৪৪ দশমিক ২ মিলিমিটার।

করোনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের মন–কষাকষি অব্যাহত। দুই পক্ষেই চলেছে দোষারোপের পালা। রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত। এই অবস্থায় আম্পানের মার রাজ্য কীভাবে সামলাবে, সেই প্রশ্নের পাশে বড় হয়ে উঠছে কেন্দ্রীয় সহায়তা কতটা আসবে এবং কত দ্রুত। ‘পলিটিক্যালি’ না দেখে এই বিপর্যয়কে মানবিক দৃষ্টিতে বিচার করে সাহায্যের যে আবেদন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্র তাতে কতটা কর্ণপাত করে সেটাই দেখার। সুত্র-প্রথম আলো

৫০ লাখ ছাড়াল করোনা আক্রান্ত, মৃত্যুর মিছিলে ৩ লাখ ২৯ হাজার মানুষ

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিশ্বে আক্রান্ত ও প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না ক্ষয়ক্ষতি। ইতিমধ্যে ৫০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে সংক্রমণ। আর মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিয়েছেন অন্তত ৩ লাখ ২৯ হাজার মানুষ।

শুরু থেকেই করোনাভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় জনস হপকিন্সের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টার দিকে বিশ্বে মোট আক্রান্ত অর্ধকোটি ছাড়িয়ে গেছে।

আক্রান্তদের মধ্যে বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩ লাখ ২৮ হাজার জনের। সুস্থ হয়েছেন প্রায় ১৯ লাখ।

করোনায় আক্রান্ত ও প্রাণহানির পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার বেলা ১ টা পর্যন্ত করোনায় বিশ্বে ৩ লাখ ২৯ হাজার ৭৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ লাখ ৯০ হাজার ৯৭৭ জন।

বিশ্বে মোট আক্রান্তের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই যুক্তরাষ্ট্রের, সাড়ে ১৫ লাখ। মৃত্যুর তালিকায়ও শীর্ষে দেশটি, ৯৩ হাজার ৪০০ ছাড়িয়েছে।

আক্রান্তের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রয়েছে রাশিয়া, ৩ লাখ ৮ হাজার। দুই লাখ ৯১ হাজার আক্রান্ত নিয়ে তৃতীয়স্থানে ব্রাজিল।

চতুর্থস্থানে আছে যুক্তরাজ্য, আড়াই লাখ ছুঁই ছুঁই। পঞ্চমস্থানে স্পেন, ২ লাখ ৩২ হাজার। পাঁচ হাজার আক্রান্ত কম নিয়ে ষষ্ঠস্থানে ইতালি।

মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পরে যুক্তরাজ্য, ৩৫ হাজার ৭০০ ছাড়িয়েছে। তৃতীয়স্থানে ইতালি ৩২ হাজার ৩০০।

চতুর্থস্থানে ফ্রান্স, ২৮ হাজার ১০০। সাড়ে ২৭ হাজার ছাড়ানো

মৃত্যু নিয়ে স্পেন আছে পঞ্চমস্থানে। ষষ্ঠস্থানে ব্রাজিল ১৮ হাজার ৮০০ ছাড়িয়েছে।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। প্রাণঘাতী এই ভাইরাস বিশ্বজুড়ে মহামারি আকার ধারণ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এটি বিশ্বের ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।১১ মার্চ করোনাকে মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সূত্র-যুগান্তর

করোনার মধ্যেই চীনে ভূমিকম্প, নিহত ৪

করোনায় বিপর্যস্ত চীনে এবার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সোমবার সন্ধ্যায় দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশে রিখটার স্কেলে ৫.০ মাত্রায় ভূমিকম্প হয়।

মঙ্গলবার স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ইউনান প্রদেশের কিয়াওজিয়া কাউন্টিতে সোমবার সন্ধ্যায় ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এতে চারজনের মৃত্যুও ২৪ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। খবর এএফপি ও এনডিটিভির।

ইউনানের প্রাদেশিক সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ঝাওটোং শহরের কাছে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। ওই শহরে ৬০ লাখ মানুষের বসবাস। তাৎক্ষণিকভাবে ১৬টি শহরতলীতে দমকলবাহিনী ও উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে।

চীনের উহান শহর থেকে গত বছরের ডিসেম্বরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার পর চার মাস পেরোলেও নিয়ন্ত্রণের কোনো লক্ষণ নেই। সূত্র-যুগান্তর

ব্রাজিলে রোগীর চাপে ভেঙে পড়ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বুলেটের গতিতে বাড়ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে। দেশটিতে এই মহামারী হঠাৎ করে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, হাসপাতালগুলোর আইসিইউতে তো দূরের কথা, সাধারণ বেডও খালি পাওয়া যাচ্ছে না।

এ পরিস্থিতিতে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় শহর সাওপাওলোর মেয়র ব্রুনো কভোস বলেছেন, জরুরিভিত্তিতে নতুন বেডের ব্যবস্থা করতে না পারলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়বে। খবর বিবিসির।

সাওপাওলোর মেয়র আরও বলেন, হাসপাতালগুলোতে ৯০ শতাংশ বেড আরও আগেই ভর্তি হয়ে গেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সপ্তাহ পর পরিস্থিতি কী হবে তা কেউ বলতে পারবে না।

করোনায় আক্রান্তের দিক থেকে সাওপাওলোর অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। শুধু এ শহরেই ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে এ প্রাণঘাতী ভাইরাসে।

আক্রান্তের সংখ্যায় দেশটি রোববার ইউরোপের দুই দেশ স্পেন ও ইতালিকেও ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৪১ হাজার ৮০ জন।

হঠাৎ করে লাতিন এ দেশটি আক্রান্তের দিক থেকে এক লাফে পঞ্চমস্থানে উঠে এসেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এখানে ৪৮৫ জন মারা গেছেন এবং আক্রান্ত হয়েছেন নতুন করে ৭ হাজার ৯৩৮ জন। ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ১১৮ জনে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগেই সতর্ক করে বলেছিল– করোনাভাইরাসের পরবর্তী ‘হটস্পট’ ব্রাজিল। সেই সতর্কতা এখন সত্যি হতে চলেছে। গেল এক সপ্তাহে দেশটিতে হু হু করে বেড়েছে সংক্রমণ ও প্রাণহানি।

করোনা রোগীর সংখ্যায় ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও ইতালিকেও ছাড়িয়ে গেছে ব্রাজিল। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, নতুন মৃত্যুপুরী হয়ে উঠছে লাতিন আমেরিকার এ দেশটি। এদিকে দুই মাস পর মৃত্যু একশর নিচে নামল স্পেনে। সূত্র-যুগান্তর